সুজাতা বা সাগরীর জন্য ন্যায়বিচারের দাবি কেন আপনার ও আমার লড়াইয়েরও অংশ

প্রশান্ত ত্রিপুরা

ভূমিকা : সুজাতা ও সাগরী কারা

টি এস এলিয়টের একটি বিখ্যাত কবিতা আছে 'দি ওয়েইস্ট ল্যান্ড' নামে, যেখানে এপ্রিলকে বর্ণনা করা হয়েছে 'নিষ্ঠুরতম মাস' হিসেবে। সেটির কথা মাথায় রেখে কবিতার আদলে ইংরেজিতে লেখা একটি ফেসবুক নোট আমি প্রকাশ করেছিলাম ২০১২ সালের মে মাসে। 'দি ওয়েইস্ট ল্যান্ড অফ মে' শিরোনামের সেই লেখায় আমি ঘোষণা করেছিলাম, এপ্রিল আর নিষ্ঠুরতম মাস নয়, বরং সেই জায়গা নিয়ে নিয়েছে মে। এই কথাগুলোর বৃহত্তর প্রেক্ষাপট ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামে বহু দশক ধরে চলে আসা অসংখ্য সহিংসতার ঘটনা, যেগুলোর মধ্যে ছিল বিভিন্ন বছরে কাকতালীয়ভাবে মে মাসে সংঘটিত বেশ কিছু হত্যাকাণ্ড। যেনবা সেই ধারাবাহিকতায়ই ২০১২ সালের মে মাসে রাঙামাটি জেলার লংগদুতে সুজাতা চাকমা নামের একজন এগারো বছর বয়সের আদিবাসী মেয়েশিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল। আবার এই ঘটনার খবর মিলিয়ে না যেতেই দিনদশেক পর নওগাঁতে ঠিক একই ধরনের নৃশংসতার শিকার হয় সাগরী নামের আরেক আদিবাসী মেয়েশিশু, যার বয়স ছিল মাত্র সাত বছর। এসব খবর পড়ে অনেকের মতো আমিও ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হয়েছিলাম এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে লেখা নিজের ফেসবুক নোটে বলেছিলাম, সুজাতা আর সাগরী দু'জনেই আমাদের সবার জন্য সামষ্টিক শোক ও গ্লানির প্রচুর কারণ রেখে গিয়েছিল, কেননা আমরা ব্যর্থ হয়েছিলাম অশুভ শক্তির হাত থেকে তাদেরকে আগলে রাখতে। এই 'আমরা' কারা? আর শিরোনামে আমাদের যে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে, সেটিই বা কীসের? কোন অর্থে ও কেন সেই লড়াইয়ের অংশ হবে সুজাতা ও সাগরীর জন্য ন্যায়বিচারের দাবি? এসব প্রশ্নের একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়েছে এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে, যেটিকে দেখা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ক্ষেত্র ও পন্থা নিরূপণ বিষয়ক কিছু ভাবনার প্রতিফলন হিসেবে।

'আমরা' কারা এবং কোন লড়াইয়ে আমরা একসাথে আছি

উপরে 'আমরা' বলতে লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে আমি কাদের বুঝিয়ে থাকতে পারি, একটু ভেবে দেখবেন কি? যদি শিরোনাম দেখে বা ভূমিকায় উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত প্রেক্ষাপট পড়ার পর পাঠক হিসেবে আপনি ধরে নিয়ে থাকেন যে 'আমরা' বলতে আমি মূলত বাংলাদেশের জনগণকেই বুঝিয়েছি, তাহলে বলব, আপনার ও আমার চিন্তা একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যেই রয়েছে। নিজের জাতিগত বা ধর্মীয় পরিচয়, মাতৃভাষা, লিঙ্গ, পেশা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, 'দেশের বাড়ি' ইত্যাদি যেভাবেই আপনি নিরূপণ করে থাকুন না কেন, যদি আপনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হয়ে থাকেন এবং যদি আপনি নিজের দেশকে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চান যেখানে সকল বাংলাদেশি সমান মর্যাদা ও মৌলিক অধিকার নিয়ে বাস করবে, যেখানে যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনার বিরুদ্ধে জোর প্রতিবাদ হবে, ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলে এগিয়ে আসবে, তাহলে আপনি ও আমি— 'আমরা'— ধারণাগতভাবে একই জায়গাতেই অবস্থান করছি। সেক্ষেত্রে আপনি হয়তবা আমার সাথে এ ব্যাপারেও একমত হবেন যে, ১৯৭১

সালে যে ধরনের আদর্শ ও স্বপ্নকে সামনে রেখে এদেশের জনগণ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, সেগুলোর অনেকটুকুই এখনো অধরা রয়ে গেছে রাষ্ট্রের কাঠামোতে তথা তার আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতিতে। যেমন, একাত্তরের একটি জনপ্রিয় গানে অনেকের প্রাণের কথা প্রতিধ্বনিত হয়েছিল এভাবে, 'ছোটদের বড়দের সকলের, গরিবের নিঃস্বের ফকিরের, আমার এ দেশ সব মানুষের'; কিন্তু বর্তমানে বাংলাদেশকে আর 'সব মানুষের' বলা চলে না, বরং প্রাত্যহিক বাস্তবতার আলোকে, অথবা কিছুক্ষেত্রে কাগজে কলমেও, এটি হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানত বাঙালির, মুসলমানের, শিক্ষিতজনের, বিত্তবানের, পুরুষের বা বিষমকামীর একটি দেশ। যেমন, সকল আধুনিক রাষ্ট্রের মতোই বাংলাদেশও বাস্তবে একটি বহুজাতি ও বহুভাষার দেশ, কিন্তু সংবিধানে বর্তমানে এটিকে মূলত 'বাঙালির দেশ' হিসেবেই সংজ্ঞায়িত করে রাখা হয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে যে বাংলা ভিন্ন অন্য কোনো ভাষা রয়েছে, এই বাস্তবতার স্বীকৃতিও সেখানে নেই (এসব বিষয়ের ওপর একাধিক প্রবন্ধ রয়েছে আমার *বহুজাতির বাংলাদেশ : স্বরূপ অন্বেষণ ও অস্বীকৃতির ইতিহাস* নামক গ্রন্থে, যা ২০১৫ সালে সংবেদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে ঢাকা থেকে)। একইভাবে নারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে বহু উদ্যোগ নেওয়া হলেও, অনেকদিক থেকে বাংলাদেশের সামাজিক জীবন তথা রাষ্ট্রকাঠামোতে এখনো পুরুষতন্ত্রের দাপট রয়ে গেছে। এই ধরনের বাস্তবতার আলোকে আপনি যদি এখনো স্বপ্ন দেখেন বাংলাদেশকে একটি যথার্থ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার, যে রাষ্ট্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ-শ্রেণি-ভাষা ইত্যাদি নির্বেশেষে সকল নাগরিক সমান হিসেবে বিবেচিত হবে, আর সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য যদি আপনি কোনো না কোনোভাবে সক্রিয় থাকেন, তাহলে আমি বলব আপনি ও আমি একই লড়াইয়েই শামিল রয়েছি।

সুজাতা ও সাগরীর জন্য ন্যায়বিচার কেন দরকার

কাছাকাছি সময়ে দেশের দুই প্রান্তে একই ধরনের নৃশংসতার শিকার হওয়া দুই শিশু সুজাতা ও সাগরীর মধ্যে কাঠামোগত মিল ছিল একাধিক দিক থেকে। উভয়েই ছিল দরিদ্র পরিবারের সন্তান, নারী এবং বয়সের বিচারে শিশু। জাতিগতভাবে উভয়েই ছিল 'আদিবাসী' বর্গভুক্ত : সুজাতা ছিল চাকমা এবং কিছু প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে সাগরী ছিল ওরাঁও (তবে তার যে নানার বাড়িতে বেড়াতে আসার পর সাগরী ধর্ষণের শিকার হয়েছিল, তাঁর নামে রয়েছে 'পাহান' উপাধি, যা ভিন্ন একটি আদিবাসী সম্প্রদায়কে নির্দেশ করে)। 'আদিবাসী' বর্গের পূর্ণ স্বীকৃতি না থাকার বিষয়ে অন্যত্র (যেমন পূর্বোল্লিখিত বহুজাতির বাংলাদেশ নামক গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত একাধিক প্রবন্ধে) আমি অনেক আলোচনা করেছি, যার বিস্তারিত পুনরাবৃত্তিতে না গিয়ে এখানে এটুকুই উল্লেখ করব যে, বাঙালি ভিন্ন অন্য যেসব জাতি এদেশে রয়েছে, তাদেরকে বোঝানোর জন্য বর্তমানে যেসব পদ সাংবিধানিকভাবে বরাদ্দ রয়েছে (উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়) নানান বিচারে সেগুলো যথেষ্ট সমস্যাজনক। তবে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে কোন নামে ডাকা হবে, এ বিষয়ক বিতর্কের আড়ালে মুখ্যতম যে প্রশ্নটা অনেকসময় ঢাকা পড়ে যায় সেটা হচ্ছে, 'আদিবাসী' পরিচয়ের দাবিদার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীকে যেভাবে তাদের ভূমি থেকে উৎখাত করা হয়েছে ও হচ্ছে বিভিন্ন পন্থায়, তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্র কি পদক্ষেপ নিচ্ছে। এক্ষেত্রে বাস্তবতা হচ্ছে এই যে, বিগত কয়েক দশক ধরে উল্লিখিত প্রবণতার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয়ভাবে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ তো নেওয়া হয়ই নি, বরং রাষ্ট্রক্ষমতা ব্যবহার করে আদিবাসীদের ভূমিচ্যুত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা, যারা চূড়ান্ত বিচারে এদেশের ক্ষমতাসীন শ্রেণির লুটেরা অংশের পক্ষেই কাজ করেছে। এই প্রেক্ষাপটে এ দেশের আদিবাসী জনগণের ওপর যে ধরনের কাঠামোগত সহিংসতা আরোপিত রয়েছে, তারই একটি বিশেষ বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গণ্য করা যায় তাদের নারী ও শিশুদের ওপর পরিচালিত যৌন আগ্রাসনের বহু

ঘটনাকে। কাজেই সুজাতা ও সাগরীর ধর্ষিত ও নিহত হওয়া কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল, এমনটি ভাবার তেমন অবকাশ নেই। এরপরও অবশ্য অনেকে বলতে পারেন, বাংলাদেশের দরিদ্র শ্রেণির মানুষ, বিশেষত নারী ও শিশু, সবাই নানাভাবে কাঠামোগত সহিংসতার শিকার হয়েই থাকে সবসময়। সেটা ঠিক, কিন্তু এই বাস্তবতার সাথে যখন জাতিগত বা অন্য কোনো প্রান্তিকতা যুক্ত হয়, তখন ন্যায়বিচারের সংকীর্ণ সম্ভাবনা আরো দূরে সরে যায়। আমাদের সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা তাই বলে। আর ঠিক এই কারণেই সুজাতা ও সাগরীর জন্য ন্যায়বিচারের দাবিতে সবার এগিয়ে আসা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। কারণ সমাজের দুর্বলতম সদস্যদের নিরাপত্তা বিধানে যদি রাষ্ট্র বারবার ব্যর্থতার পরিচয় দেয়, তাহলে সেখানে সামষ্টিক ব্যর্থতার দায়ভার ও গ্লানি সব সচেতন নাগরিকের ওপর এসে বর্তায়, যদি তারা মৌনতা অবলম্বন করে ও নিষ্ক্রিয় থাকে। আর এমন মৌনতা ও নিষ্ক্রিয়তার চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে ভেতর থেকে ক্ষয়ে যেতে থাকা রাষ্ট্রীয় কাঠামো যে একসময় আমাদের বাকিদের মাথার ওপর ভেঙে পড়বে না, তা আমরা বলতে পারি না। কাজেই নিজেদের তথা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থেই সুজাতা ও সাগরীদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আমাদের জরুরি কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়।

উপসংহার

আমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের অসমতা ও আধিপত্য একসাথেই ক্রিয়াশীল রয়েছে। একটি আরেকটিকে পুষ্ট করছে। এমন প্রেক্ষাপটে যুগপৎ আমাদের সবাইকে সমানতালে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে সব ধরনের বৈষম্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে। এক্ষেত্রে অসমতার কোনো একটি রূপকে বড়ো বা ছোট করে দেখার বা নিজেদের ঘাড়ে চেপে বসা বৈষম্যের কথা ভুলে অন্য কাউকে উদ্ধার করে নায়ক সাজার প্রশ্ন ওঠে না। এ প্রসঙ্গে লিলা ওয়াটসন (Lilla Watson) নামে অস্ট্রেলিয়ার একজন আদিবাসী অধিকারকর্মীর বক্তব্য হিসেবে প্রচলিত একটি উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি, যা ছিল তাঁর প্রতি সাহায্যের হাত বাড়াতে উদগ্রীব কারো উদ্দেশ্যে বলা, যার ভাবানুবাদ অনেকটা এরকম : 'তুমি যদি ভেবে থাক, তুমি আমাকে উদ্ধার করতে এসেছ, তাহলে তুমি অযথা নিজের সময় নষ্ট করছ, কারণ তোমাকে আমার দরকার নেই। আর তুমি যদি মনে কর, আমার মুক্তির সাথে জড়িয়ে আছে তোমার নিজেরও মুক্তি, তাহলে চল, আমরা একসাথে কাজ করি।' অনেকটা এ ধরনের উপলব্ধি থেকেই ২০১২ সালে লেখা 'দি ওয়েইস্ট ল্যান্ড অফ মে' শিরোনামের ফেসবুক পোস্টে আমি কবিতার আঙ্গিকে নিচের প্রশ্নটা উঠিয়েছিলাম : 'সুজাতা বা সাগরীর মতো কোনো দরিদ্র আদিবাসী নারীশিশুর করুণ পরিণতি কোন বার্তা বহন করছে আমাদের সবার জন্য? সেটা কি এই নয় যে, এই ব-দ্বীপ পরিণত হয়েছে একটি বিশাল বিরান প্রান্তরে, যেখানে অবাধে ঘুরে বেড়ায় দানবেরা, যারা গ্রাস করে ফেলেছে সরলতা, স্বপ্ন ও আশার সর্বশেষ চিহ্নটুকুও?' বলা বাহুল্য, এই বেদনার্ত উচ্চারণের মাধ্যমে এ কথাই আমি বলতে চেয়েছিলাম, উল্লিখিত দানবদের ঠেকানোর সর্বোচ্চ চেষ্টা আমাদের করতেই হবে সামগ্রিক স্বার্থে। সুজাতা ও সাগরীর জীবন আমরা কেউই ফিরিয়ে দিতে পারব না, কিন্তু তাদের স্বজনেরা যেন ন্যায়বিচার পায়। তাদের ধর্ষক-হত্যাকারীরা যেন এদেশের মাটিতে অবাধে বিচরণ করতে না পারে, তা আমাদের নিশ্চিত করতেই হবে নিজেদের তাগিদে, একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে, আমাদের বেঁচে থাকা সন্তানদের স্বার্থে।

প্রশান্ত ত্রিপুরা নৃবিজ্ঞান গবেষণা ও শিক্ষকতার সাথে সংশ্লিষ্ট। prashanta.tripura@gmail.com